R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

যৌতুকে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮২শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা ফাল্গুন বুধবার, ১৪০২ সাল।
১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ সাল।
নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

নির্বাচন কমিশনের দক্ষতায় ভোটার পরিচয়পত্রে নারী পুরুষে ও যুবক বৃদ্ধে রূপান্তরিত

রঘুনাথগঞ্জ, মুস্তাক আলি : গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর মহকুমায় ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র বিলি শুরু হয়েছে। জীববিজ্ঞানী যা পারেননি, নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের অপূর্ব কৃতিত্বের নিদর্শন রেখেছেন। এখানে শুধুমাত্র রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের সুজাপুর অঞ্চলের সচিত্র পরিচয়পত্রগুলির কৃতিত্বের পরিচয় তুলে ধরা হ'লো। উদাহরণের সীমা নেই। তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো। পাঠকরা সেগুলি থেকে বুঝবেন কত দক্ষ এই কর্মীরা। এনারুণ বেওয়া বয়স ৬৫ কার্ড নং W. B./08/528207 ছবিতে দেখা যায় ২৮ বছরের গৃহবধূ জাবেরা বিবি। জাবেরা বিবির কার্ড পাওয়া যায়নি। কিন্তু ফটোতে তিনি ঠিক ঠাঁই পেয়ে গেছেন। কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্। মমতা বিবি স্বামী গোলাম খাজা কার্ড নং W. B./08/054/525469 ছবিতে মমতা বিবি উধাও। স্থান দখল করে আছেন অন্যজন। মুস্তাক আলি পিতা আবদুল্লা সারওয়ার আলি পরিচয়পত্র নং W. B./08/054/528026 ঐ গ্রামেরই ৪০-৪৫ বছরের গোলাম গাউসের ছবি বসানো কার্ড পেয়েছেন। অথচ গোলাম গাউসের ছবি বা পিতার নাম ও নম্বরে কোন ভুল নেই। একই ব্যক্তির ডবল ছবি হয় কি করে? গোলবানু বেওয়া বয়স ৬৫ স্বামী দোস্ত মহম্মদ কার্ড নং W. B./08/054/525450 অজ্ঞাত পরিচয় এক গোঁফওয়ালা যুবকের ছবি বসান কার্ড পেয়েছেন। (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এক সিপিএম পুর কমিশনারের মৃত্যুতে বর্তমান বোর্ড সঙ্কটে

ধুলিয়ান : স্থানীয় পুর বোর্ড সিপিএম ৭, ফঃ ব্লক-১, নির্দল ২ ও আরএসপি ২ নিয়ে নির্দল থেকে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান করে চলছে। কংগ্রেসের কমিশনার রয়েছেন ৪ ও বিজেপি ৩। এই অবস্থায় সিপি এম কমিশনার আতায়ুব রহমান গত ৫ ফেব্রুয়ারী মারা যাওয়ায় বোর্ডে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য আরএসপি ফ্রন্টে শেষ পর্যন্ত যোগ দিলেও নির্বাচনের পূর্বে বোর্ডের সঙ্গে কোন সমঝোতা তাঁদের হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরএসপি কংগ্রেস বিজেপি একত্র হয়ে নির্দল ২ জনকে সঙ্গে নিয়ে বোর্ড গঠন করার একটা চেষ্টা চালাচ্ছে বলে গুজব উঠেছে। আরএসপি বোরো কমিটিতে ঠাঁই না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ। ফ্রন্টের নিয়মানুযায়ী ভাইস-চেয়ারম্যানের পদটি তাঁদের পাওনা। তাও তাঁরা পাননি। স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ আরএসপি শোধ নেওয়ার চেষ্টায় মাততে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। তবে নির্দলদের কব্জা করতে না পারলে তাঁদের আশা সফল হওয়ার কোন উপায় নেই। এদিকে বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে টেণ্ডার ডাকাকে কেন্দ্র করে চেয়ারম্যান ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন সিপিএমের উপর। নির্দলীয় পৌরপতি সফর আলিকে পুতুল করে সিপিএম তাঁদের দলবাজি চালিয়ে যাচ্ছেন। বারবার টেণ্ডার ডেকেও তা কার্যকরী করছেন না। বোরো কমিটিতে তাঁদের লোক থাকায় তাঁরা চেয়ারম্যানকে পাশ কাটিয়ে স্বজন-পোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পৌরপতি সফর আলী এ ব্যাপারে এতই ক্ষুব্ধ যে তিনি মন্তব্য করেন—অশিক্ষিত হলেও তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। ভাল মন্দ তিনি বেশ বোঝেন। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মধ্যপ্রদেশের বিড়ি শ্রমিক নেতারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন

ধুলিয়ান : মধ্যপ্রদেশের আই এন টি ইউ সি, সি আই টি ইউ-সহ মোট ৫টি রাজ্যস্তরের বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের নেতারা পশ্চিমবঙ্গের বিড়ি শিল্পে ন্যূনতম কত মজুরী দেওয়া হয় তা দেখতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। খবরে প্রকাশ, বর্তমানে মধ্যপ্রদেশে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী ২২·৫০ টাকা, তার সাথে ছুটি ও বোনাস বাবদ ৩ টাকা মোট ২৫·৫০ টাকা প্রতি হাজার বিড়িতে মজুরী দেওয়া হয়। সেখানে বর্তমানে এটাই ন্যূনতম মজুরী এবং শ্রমিকেরা তা হতে কলমে পেয়ে আসছেন। কিন্তু শ্রমিক নেতারা দাবী তুলে আন্দোলন শুরু করে মধ্যপ্রদেশ সরকারকে অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে যা ন্যূনতম মজুরী আছে তা কার্যকরী করতে বলেন। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিপুল ভোটাধিক্যে রমাপতিবাবুর গ্রুপ বিজয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১১ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে পরিচালন কমিটির নির্বাচনে সাধারণ নির্বাচনের হাওয়া বয়ে গেল। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রমাপতি মণ্ডলের গ্রুপের সঙ্গে সিপিএম সমর্থিত গ্রুপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শহরের বুকে কিছুটা উত্তেজনা আনে। প্রায় ৭৫% ভোট পড়ে। গণনা শেষ হয়ে রাত প্রায় ১১টা নাগাদ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত হয়। রমাপতিবাবুর গ্রুপের ধীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী সর্বোচ্চ ৬০২ ভোট পেয়ে প্রথম, আবদুর রাকিব ৫৯৭ দ্বিতীয়, প্রশান্ত সরকার ৫৯০ তৃতীয়, বামাপদ দাস ৫৫৬ পেয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। সিপিএম গ্রুপ সর্বোচ্চ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারস্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা ফাল্গুন বুধবার, ১৪০২ সাল।

।। উদ্বোধনী ভাষণ ।।

গত বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীকে ভি রঘুনাথ রেড্ডি উদ্বোধনী ভাষণ দিয়াছেন। রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করিয়াছেন যাহা একরকমভাবে শাসক পক্ষের কিছুটা প্রশস্তিমূলক। বস্তুতঃ রাজ্যপাল যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি কোনও কোনও বিষয় এড়াইয়া গিয়াছেন।

রাজ্যপাল এই রাজ্যে আই এস আই, কাশ্মীরি ও বোড়ো জঙ্গীদের কার্যকলাপে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও পুরুলিয়ায় অস্ত্র-বৃষ্টির ব্যাপারে তিনি দুশ্চিন্তার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জঙ্গীদের বিশেষ করিয়া আই এস আই-এর কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখা হইয়াছে। বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, জঙ্গীদের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখাই যথেষ্ট নয়, ইহার সমূল বিনাশ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই পদক্ষেপ সম্বন্ধে তাঁহার ভাষণ হইতে নিশ্চিন্ত হইবার মত কিছু জানা যায় নাই।

রাজ্যপাল ভুটান বংশোদ্ভূত নেপালিদের মিছিল ও অন্যবিধ তৎপরতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত পরিস্থিতি সন্তোষজনক। কিন্তু ট্রেনে, বাসে, দোকানে, ব্যাঙ্কে যে সব ডাকাতি-ছিনতাই নির্বাধ আকারে সংঘটিত হইতেছে, যে খুন প্রায় প্রত্যহ সাধিত হইতেছে, বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী লোকজনদের প্রায়ই যেভাবে নাকাল করা হইতেছে, তাহা চাপিয়া গিয়া আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি সন্তোষজনক বলায় রাজ্যবাসী আশ্বস্ত হইতে পারেন না।

রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি প্রসঙ্গে, রাজ্যপাল বলিয়াছেন যে, বিদেশী পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগের ব্যাপারে ভারতে মহারাষ্ট্রের পরেই এই রাজ্যের স্থান। তাই শিল্পের ক্ষেত্রে এই রাজ্য আগাইয়া চলিয়াছে। এখানে প্রায় ৭০টি বড় ও মাঝারি শিল্প তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা ছাড়া হলদিয়া পেট্রোকেম এবং অন্যান্য শিল্পের কথা বলা হইয়াছে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন বিষয়ে তিনি একটি 'মাষ্টার প্ল্যান' তৈয়ারীর কথা বলিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদানের কথাও বলিয়াছেন।

রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যে নানা শৈল্পিক বিকাশ ও শিল্প গড়িয়া উঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা শোনা গেলেও এই রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের কথা কিছুই জানা গেল না। এখানে দিন দিন কত বেকার বাড়িতেছে, তাহা এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খতিয়ান হইতে জানা যাইবে। এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম ১০/১২ বৎসর ধরিয়া রেজিষ্ট্রীকৃত হইলেও কোন 'কল্' পাওয়া যায় না। 'কল্' পাওয়ার মধ্যেও 'অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ' শুনা যায়।

যাহা হউক, বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণ শ্রুতিসুখকর সন্দেহ নাই, বাস্তবে যাহাই হউক না কেন।

জমি দখলকে কেন্দ্র করে ছয়জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ২৬ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ থানার ইলিয়াসপুর গ্রাম থেকে জমি দখলের বিবাদকে কেন্দ্র করে পুলিশ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় কংগ্রেসের নেতারা ঐ ছয়জনকে তাদের সক্রিয় কর্মী বলে দাবী করেন এবং সি পি এমের নির্দেশ মতো বাসুদেব দাস নামে এক ব্যক্তিকে ঐ জমির দখল নিতে পুলিশ সহায়তা করে বলে অভিযোগ করেন। জানা যায়, ইলিয়াসপুর গ্রামের জমিদার শ্যামাপ্রসাদ সাহার একটি এক একর জমিকে বাইশ বছর পূর্বে সরকার পক্ষ থেকে ভেষ্ট ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে জমির দখল নিয়ে জমিদারের সঙ্গে সরকারের টানাপোড়েন চলতে থাকে। শ্যামাপ্রসাদবাবু ঐ অনাবাদী জমিতে কিছু গাছ লাগিয়ে বাগান বানিয়ে দেন। কয়েক বছর পূর্বের আইন মতো বাগানকে ভেষ্ট ঘোষণা করে দখল নেওয়ায় অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সরকার পক্ষ পিছিয়ে আসেন। বাগান রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঐ এক একর জায়গা পুনরায় অনাবাদী হ'য়ে পড়লে শ্যামাপ্রসাদবাবু স্থানীয় ক্লাবের কিছু ছেলেদের খেলার মাঠ হিসাবে ঐ জায়গা ব্যবহার করবার জন্য ছেড়ে দেন। কিন্তু বর্তমানে ঐ মাঠে দুটি গোলপোষ্ট ছাড়া আর কিছু না থাকায় সরকার পক্ষ পুলিশের সহায়তায় গত ২৬ জানুয়ারী ঐ জমির দখল নিতে গেলে ক্লাবের ছেলেরা বাধা দেয়। পুলিশ ক্লাবের ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে। শেষ পর্যন্ত বাসুদেব দাসের নামে ওই এক একর জমির পাট্টা বিতরণ হয়েছে বলে জানা যায়।

ভ্রম সংশোধন

পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বামী প্রণবানন্দজীর আবির্ভাব তিথি পালন' শীর্ষক সংবাদের ৮ম লাইনে 'চণ্ডীপাঠ করেন' এর পরিবর্তে 'বৈদিক শান্তিযজ্ঞ ও গুরু-মহারাজের পূজারতি করেন' হবে।

চল্লিশটি গরু ও লক্ষাধিক টাকার সিল্ক সুতো উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ১১ ফেব্রুয়ারী রাতে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ প্রশাসক, কাষ্টমস্ ও বি এস এফ এর সাহায্যে সুতী থানার সাজুর মোড় থেকে ফরাক্কার মধ্যে বাস থামিয়ে ১১ লক্ষ ৯২ হাজার ১৭৪ টাকার সিল্ক সুতো ও অন্যান্য জিনিস উদ্ধার করেন। ধৃত মালের কোন দাবিদার পাওয়া যায়নি। ঐ দিনই সমসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান ঘাট থেকে দুটি লরি আটক করে তার মধ্যে থেকে ৪০টি গরু উদ্ধার করে। সমস্ত সামগ্রী বাংলা-দেশে চালান দেওয়া হচ্ছিল বলে জানা যায়। সমস্ত জিনিস কাষ্টমস্ এর হেফাজতে রাখা হয়েছে। কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি বলে খবর।

বাড়ী ফেরার পথে কলেজ ছাত্রীর লরী চাপা পড়ে মৃত্যু

অরঙ্গাবাদঃ গত ১২ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় কলেজ থেকে ক্লাস করে সাইকেলে বাড়ী ফেরার পথে বি-এ ফাষ্ট ইয়ারের ছাত্রী আমরুবা বাজিতপুর মোড়ের কাছে লরী চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। খবর একই শ্রেণীর ছাত্রী ছাবঘাটির রাইসুদ্দিন বিশ্বাসের দুই কন্যা দুটি সাইকেলে বাড়ী ফিরছিল। সেই সময় একটি লরী তাদের সামনে পড়ে গেলে আফরোজা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। আমরুবা চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়। ১৩ ফেব্রুয়ারী ডি এন কলেজ বন্ধ থাকে।

পুলিশী নৈশ হানায় চোরাচালানকারী ও ডাকাতদল ধৃত

রঘুনাথগঞ্জঃ গত ৩ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ এক নৈশ অভিযানে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সম্মতিনগর থেকে বহরার মধ্যে চোরাচালানে লিপ্ত আটজনের একটি দলকে গ্রেপ্তার করে। ওই চোরাকারবারীদের কাছ থেকে সুতো, চিনি, সরষের তেল, মসলা ইত্যাদি প্রায় ৭০ হাজার টাকা মূল্যের জিনিষপত্র আটক করে। ওই সব মাল বাংলাদেশের পথে যাচ্ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া গত ২৪ জানুয়ারী রাতে চারজন ডাকাতকে পুলিশ জাতীয় সড়কের কাঁকুড়িয়া সীড ফার্মের কাছে একটি হোটেল থেকে আটক করে। ডাকাতরা দলে সাতজন থাকলেও তিনজন পালিয়ে যায়। ডাকাত দলটি হোটেলে খাচ্ছিল এবং উমরপুর থেকে নৈশকালীন বাসে ডাকাতি করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল বলে পুলিশ জানায়। ধৃত চারজনের কাছ থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র পুলিশ উদ্ধার করে। ধৃতরা বারহারোয়া, সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জের বাসিন্দা বলে জানা যায়।

নির্বাচন কমিশনের দক্ষতায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

রোজান বিবি, স্বামী মাসুদ হোসেন কার্ড নং 08/054/525391, চার সন্তানের জননী, অজ্ঞাত পরিচয় গোঁফওয়ালা এক যুবকের ছবি দেওয়া কার্ড দেওয়া হল তাঁকে। আলেয়া বিবি স্বামী আইনাল, পরিচয়পত্র নং 525298 ছবিতে ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ তোরাব আলি। সেখ রাজেল পিতা দোস্তমহম্মদ পরিচয়পত্র নং WB/08/054/5 ছবিতে ৩০-৩২ বছরের এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবতী। নাম লেখা হয়েছে সেখ রাজেলা। কার্ড নং WB/08/054/528/58 রাজিউলের কার্ডে হয়েছে আজিউলের ছবি। মদিনা বিবি, স্বামী কেতাবুল কার্ড নং 525462 ছবিতে অন্য এক মেয়ের ছবি। রাজিউল পিতা আলাম সেখ কার্ড নং 528158 কার্ড হয়েছে আলাউলের। আমিনুল হক পিতা কাশেম আহম্মদ অন্য বাড়ির গৃহবধূ হয়ে বসে আছেন। এছাড়া নাম ভুল ও কার্ড পাননি অসংখ্য ভোটার। রমাকান্তপুর, জগদানন্দবাটি, দফরপুর সব জায়গায় একই অবস্থা। এরকম ভুরি ভুরি ভুল ছবি পাওয়া গেছে। এ ভুল কাদের, অপরাধ কার সে সম্বন্ধে যথোচিত অনুসন্ধান করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া জরুরী বলে জনসাধারণ দাবী করছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রতিবেদককে মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল জানান, পরিচয়পত্র তৈরীর বিশাল কর্মযজ্ঞে সমস্ত রাজ্যের সব জেলাতেই প্রচুর ভুল ধরা পড়ছে। আমাদের মহকুমাতেও প্রায় সমস্ত ব্লকেই এ রকম পরিচয়পত্রে নামে বা ছবিতে ভুল দেখা যাচ্ছে। যে সব পরিচয়পত্রে ভুল ধরা পড়ছে সেই সব পরিচয়পত্র বিলির কাজ শেষ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসারের মাধ্যমে তা আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে। সেগুলিকে পুনরায় সংশোধন করে যে সব ভোটার আদৌ কার্ড পেলেন না বা ভুল থাকার জন্য সংশোধন দিয়েছিলেন তাঁদেরকে সঠিক পরিচয়পত্র ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া এখন পর্যন্ত যাঁরা ফটো তুলতে পারেননি, তাঁদের শেষ সুযোগ পরিচয়পত্রের সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবার পর দেওয়া হবে এবং তার পূর্বে সেই সব ভোটারদের কাছে নোটিশও পাঠানো হবে—কবে ও কোথায় ফটো তোলা হবে।

অরণ্য কেবল জাতীয় সম্পদ নয় নির্মল পরিবেশ সৃষ্টির চাবিকাঠি

★ *সুপরিকল্পিত বনসৃজন*
★ *নিয়ন্ত্রণ করে বৃষ্টিপাত*
★ *রোধ করে ভূমিক্ষয়*
★ *শুষে নেয় বাতাসের বিষ*
★ *সন্ধান দেয় বিকল্প জীবিকার*

বনসৃজন এক সামাজিক দায়িত্ব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 93(25)/Inf/Msd./Date 5. 2. 96

দূরআলাপনী : রঘুনাথগঞ্জ-৬৬০৭৪

জঙ্গীপুর পৌরসভা কার্যালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য পৌরসভার ফেরীঘাট ইজারার নোটিশ ও নিয়মাবলী

এতদ্দ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গীপুর পৌরসভার রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট দুইটি একত্রে আগামী ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য (১৯৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য) আগামী ২৮/২/৯৬ (বুধবার) বেলা দুই ঘটিকায় পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে পৌরসভার কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১। নিলামের দফাওয়ারী বিশদ শর্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২। তথাপি সংক্ষেপে জানানো যায়, যে ব্যক্তি পূর্ব ইজারার টাকা পরিশোধ করেন নাই, ডাক কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। আর্থিক সচ্ছলতার নিদর্শন ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দলিলাদির কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে। নচেৎ ডাকে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪ উপরোক্ত দুইটি ফেরীঘাট একত্রে ডাক করা ও বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে যোগ দিতে যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত ফেরীঘাটদ্বয় ইজারার জন্য একত্রে ২০,০০০·০০ (কুড়ি হাজার টাকা) আমানত জমা (আরনেষ্ট বা টেবিলমানি) জমা দিতে হইবে। ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৫। যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাহাকে ডাক মঞ্জুরীর টাকার ১/৪ ভাগ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এ টাকা সিকিউরিটি হিসাবে জমা থাকিবে। ডাকের পুরো টাকা মাসিক সমান কিস্তিতে এ্যাডজাষ্ট (মিনাহ) করিতে পারিবেন।

৬। দফাওয়ারী শর্তাবলী ও নিয়মাবলী নিলাম ইস্তাহারে ও পারাণীর মাশুলের তালিকা পৌরসভা অফিসে দেখিয়া লইয়া এবং সেমতভাবে রাজী হইলে তবে ডাকে অংশগ্রহণ করিবেন।

✪ ডাকের স্থান—মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমা সদর শহরে অবস্থিত জঙ্গীপুর পৌরভবন।

ডাকের তারিখ ও সময়—২৮/২/৯৬ (বুধবার) ১৯৯৬ সাল বেলা ২ ঘটিকায়।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
পৌরপতি
জঙ্গীপুর পৌরসভা

তারিখ—৯/২/৯৬

Memo No. 158/(6) En/112/J. M. 96 Date 9. 2. 96

ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নেতাদের বুঝিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আজও ন্যূনতম মজুরী চালু হয়নি। নেতারা দৃঢ়ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—পশ্চিমবঙ্গে ৪৩'২০ টাকা ন্যূনতম মজুরী চালু আছে। বাধ্য হয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সরকারী খরচে ৫ জন শ্রমিক নেতাসহ রাজ্য সরকারের ডেপুটি লেবার কমিশনারকে পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব চিত্র দেখতে পাঠিয়েছিলেন। গত ২৩ জানুয়ারী ধুলিয়ানে বিভিন্ন বিড়ি ইউনিয়নের নেতাদের কাছ থেকে আগত নেতারা জানতে পারলেন যে জঙ্গীপুর মহকুমায় দৈনিক ১৭—২০ কোটি বিড়ি উৎপাদন হয়। সেখানে ন্যূনতম মজুরী হিসাবে শ্রমিকেরা পায় ২৪ টাকা মাত্র। লালদুর্গের এ হেন চিত্র তাঁরা আশা করেননি। তাই ব্যর্থ হয়ে মধ্যপ্রদেশের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ফিরে গেলেন।

বর্তমানে বোর্ড সঙ্কটে (১ম পৃষ্ঠার পর)

সিপিএমের সঙ্গে তিনি কাজ করতে রাজী হয়েছিলেন তাঁরা দুর্নীতি-মুক্ত মনে করে। কিন্তু এখন দেখছেন সিপিএমের স্থানীয় নেতৃত্ব আকণ্ঠ দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন। যার প্রভাব আগামী নির্বাচনেও পড়বে। তাতে সিপিএম দলের তো বটেই তাঁরও সুনামের ক্ষতি হবে। আরএসপির নেতারাও তাঁকে সমর্থন করে বলেন এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে আরএসপিও নিজের সুনামের জন্য ফ্রন্ট থেকে সরে আসবে। এ সবই বর্তমান বোর্ডের সঙ্কটকে আরও তীব্র করে তুলেছে। কংগ্রেস ও বিজেপি এই সুযোগ নেবার চেষ্টায় রয়েছে বলে খবর।

রমাপতিবাবুর গ্রুপ বিজয়ী (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোট পান ৪৩০। উল্লেখ্য রমাপতিবাবুর আবেদনে অভিভাবক শ্রেণী সাড়া দিয়ে এটাই প্রতিপন্ন করলেন যে তাঁরা স্কুল কমিটি গঠনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পছন্দ করছেন না।

জমি বিক্রয়

উমরপুর হইতে বহরমপুরগামী রাস্তার সংলগ্ন ডান পার্শ্বে গরুর হাটের পার্শ্ববর্তী ১০ কাঠা বসতযোগ্য জমি একত্রে অথবা ভাগ করিয়া বিক্রয় করা হইবে।

যোগাযোগের স্থান
রামচন্দ্র মুন্দ্রা
গৌতম ফার্ম্মেসী, হাসপাতাল মোড়
রঘুনাথগঞ্জ, ফোন নং ৬৬২৮১

জায়গা বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগরে দুই দিকেই রাস্তা বাসপোযোগী পাঁচ কাঠা জায়গা বিক্রি আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

সুব্রতকুমার দাস (এ্যাডভোকেট), রঘুনাথগঞ্জ
ফাঁসিতলা (মসজিদের উত্তরে)

2 YEARS WARRANTY

Catch World Cup fever with

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Mursnidabad

World **AKAI** Cup '96

Colour TV

Tokyo Japan

DEALER :

Bharat Electronics

Raghunathganj ‖ Phone : 66321

卐 চন্দ্র বস্ত্রালয় 卐

রেশম খাদি এবং তাঁতবস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র

বাজারপাড়া ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

এখানে যাবতীয় খাদি বস্ত্র, রেশমজাত বস্ত্র, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, গরদ, করিয়াল এবং জামদানী শাড়ী, গরদ কেঠে মটকার থান, কাঁথা ষ্টিচের থান প্রভৃতি ন্যায্য মূল্যে পাইবেন। এছাড়া রয়েছে সমস্ত প্রকার তাঁতের শাড়ীর সম্ভার। যাবতীয় বস্ত্রের উপর নির্দ্ধারিত রিবেট দেওয়া হয়।

'এপিয়ারী' মধু একমাত্র এখানেই পাইবেন।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই **কোবরা** ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ‖ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।